দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... FEB 13 1999 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

117

বরিশাল মেডিক্যালে শিক্ষক ধর্মঘট ॥ অচলাবস্থা

স্টাফ রিপোর্টার, বরিশাল থেকে ॥ এক ছাত্রনেতার হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজ। প্রাক্তন ভিপি ও ডাক্তার ঐ ছাত্রনেতার কারণে কলেজের প্রায় দেড় হাজার ছাত্রছাত্রী অনিশ্চয়তায় মধ্যে। দুই শিক্ষক লাঞ্ছিত হয়েছেন ঐ ছাত্রনেতার হাতে। অধ্যক্ষসহ কলেজের একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যদের প্রকাশ্যে অপমান এবং উপাধ্যক্ষের কক্ষে নিজে বসার অভিপ্রায়ে তালাবদ্ধ করার ঘটনায় শিক্ষকরা ধর্মঘটে গেছেন। ফলে অনির্দিষ্টকালের জন্য অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এই মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

সাম্প্রতিককালে কলেজে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের কারণে অভিভাবক মহল, সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা স্বস্তিতে ছিলেন। কিন্তু গত মঙ্গলবার এই নেতা সেই

(৭-এর পাতায় দেখুন)

বরিশাল মেডিক্যালে

(৮-এর পাতার পর)

স্বস্তিকর পরিবেশের পতন ঘটিয়েছে। কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর এম এ লতিফ নিজেই দুঃখ করে বলেছেন, 'দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে বহু জাঁদরেল ছাত্রনেতার মুখোমুখি হয়েছি। কিন্তু এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অশালীন আচরণের শিকার হইনি কখনও।'

এই নেতা কেন এনাটমির সহকারী অধ্যাপক আবু তাহেরের ক্লাসে ঢুকতে চেয়েছে—এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে জানা গেছে, তার কয়েকজন সমর্থক এনাটমি বিষয়ে ফেল করছিল। তাদেরকে পাস করানোর দাবি এবং ফেল কেন করেছে—তার কৈফিয়ত চাইতেই টিউটোরিয়াল ক্লাসে ঢুকেছিল। কিন্তু অধ্যাপক আবু তাহের তাকে ক্লাসে ঢোকার অনুমতি না দেয়ায় তিনি লাঞ্ছিত হন। কলেজের প্রবীণ শিক্ষক ও উপাধ্যক্ষ প্রফেসর কমলেন্দু বিশ্বাস অধ্যাপক আবু তাহেরের অভিযোগ শোনেন। তিনি তাঁর প্রাক্তন ছাত্রকে এ বিষয়ে কলেজ করিডরে জিজ্ঞাসা করলে তিনিও লাঞ্ছিত হন। শুধু তাই নয়, অজ্ঞাত শক্তিতে বলীয়ান এই ছাত্রনেতা অধ্যাপক আবু তাহেরকে মঙ্গলবার বিকালে কলেজ ক্যাম্পাসে জীবননাশের হুমকি দেয় এবং ক্যাম্পাস ছেড়ে যেতে বলে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব ঘটনায় কলেজ শিক্ষকরা হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। বুধবারের একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় জোরপূর্বক ঢুকে সে সকল শিক্ষককে গালিগালাজ এবং উপাধ্যক্ষের কক্ষে তালা লাগায়। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ কলেজ শিক্ষকরা শিক্ষক সমিতির সভা করেন। তারপর থেকেই লাগাতার ধর্মঘট শুরু করেন শিক্ষকরা। শুক্রবার পর্যন্ত এই ডাক্তারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। অন্যদিকে শিক্ষক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ সরোজ কুমার দাশ জনকণ্ঠকে বলেন, 'এখন পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের সংবাদ আমরা পাইনি। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার আমাদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আমরা ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে অনুষ্ঠিতব্য সকল পেশাগত পরীক্ষা গ্রহণ করব। তবে ক্লাস বর্জন অব্যাহত থাকবে।'